অর্থ লোপাটের অভিযোগ কালীগঞ্জের এক প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে

জমি দান না করেও প্রধান শিক্ষিকের আশীর্বাদে দাতা সদস্য হলেন জীবন কুমার ঘোষ। ঘটনাটি ঘটেছে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বেজপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এতে এলাকা জুড়ে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকৃত জমিদানকারী পরিবারের উত্তরসূরী রবিউল ইসলাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এর অনুলিপি দিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের মহা-পরিচালক, খুলনা বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষার উপ-পরিচালক, ঝিনাইদহ দূর্নীতি দমন কমিশনের উপ-পরিচালক ও কালীগঞ্জ উপজেলা ইউএনও সহ জেলার সকল প্রেস ক্লাব বরাবর।

লিখিত অভিযোগে জানা যায়, বেজপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে এস.এ.দাগ নং-৬১১, এস.এ খতিয়ান নং ১২০, বেজপাড়া মৌজার জমি দান করেন। কিন্তু তাদের পরিবারের কাউকে কখনোই দাতা সদস্য হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। বরং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিপ্রা রাণী সাহা এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসার সেলিনা আক্তার বানু নগদ অথের বিনিময়ে জীবন কুমার ঘোষকে বারবার দাতা সদস্য হিসেবে অন্তভুক্ত করে সভাপতি নির্বাচিত করে থাকেন। কিন্তু আদৌ জীবন কুমার ঘোষের কোন জমি ওই বিদ্যালয়ে নেই বা দান ও করেরনি। তাহলে জীবন কুমার ঘোষ কিভাবে দাতা সদস্য নির্বাচিত হয়।

২০১১ সালে গঠিত ম্যানেজিং কমিটিতে জীবন কুমার ঘোষকে দাতা সদস্য করে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ২০১৪ সালে ম্যানেজিং কমিটিতে আবারও তাকে দাতা সদস্য করে সভাপতি করেন। সর্বশেষ ২০২১ সালের ম্যানেজিং কমিটিতে জীবন কুমার ঘোষকে অবৈধ ভাবে দাতা সদস্য করা হয়।

প্রধান শিক্ষক জীবন কুমার ঘোষকে সভাপতি নির্বাচিত করে তারা যোগসাজশে সরকারি অর্থ তছরূপ করেন। এর সাথে সহযোগিতা করেন সহকারী শিক্ষক সেলিম উদ্দিন। বিদ্যালয়ে প্রতি বছরে সরকারি অনুদান স্লিপ,ক্ষুদ্র মেরামত, রুটিন মেইনটেইন্স ও প্রাক-প্রাথমিকের জন্য বরাদ্ধ দেওয়া হয়, কিন্তু অবৈধ দাতা সদস্য ও সভাপতি এবং